চাঁদা নয়, সহানুভূতি

কাজী জহিরুল ইসলাম

যুবকের নাম বনি ইয়গ । সাত ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা । যেমন লম্বা তেমন চওড়া । আমেরিকার বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের চেয়েও হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর । পাকানো দড়ির মতো পেশি । এতো বড় একজন মানুষ অথচ যখন হাঁটে মনে হয় হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে । ও কি মেরুদন্ড সোজা করে হাঁটতে পারে না ? মেরুদন্ড বাঁকা করে বনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো । মেয়েদের মতো রিনিঝিনি কণ্ঠ । রিনিঝিনি কণ্ঠে জানালো ওর বাবা মারা গেছে, আগামী কয়েক দিন অফিসে আসতে পারবে না । আমি ওর ছুটি মঞ্জুর করে দিলাম । মুখে মুখে মঞ্জুর । পরে এসে দরখাস্ত করে দেবে । বাবা মারা গেছে । খুবই স্পর্শকাতর বিষয় । দাপ্তরিক আনুষ্ঠানিকতার জন্য চাপাচাপি করা ঠিক হবে না । ওমা, এই ছেলে সন্ধ্যার পরেও অফিসে কেন ? বাবা মারা যাওয়ার বিষয়টা কি বগি ? খোঁজ নিয়ে জানলাম, বাবার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্য ও সারা দুনিয়ার মানুষকে অফিসে বসে ই-মেইলে আমন্ত্রণপত্র পাঠাচ্ছে ।

মানুষের জন্ম ও মৃত্যু দুটি ঘটনাই খুব আয়োজন করে ঘটে । যে যত বড় মানুষ তার বেলায় আয়োজনটা তত বড় । একেক দেশ ও সংস্কৃতিতে এই ঘটনাগুলো একেকভাবে পালন করা হয় । যখন কসোভোতে ছিলাম তখন দেখেছি কেউ মারা গেলে বাড়ির গেটের সামনে একটি শূন্য চেয়ার শুভ্র তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখা হয় । তোয়ালের ওপর থাকে একটি ঝকঝকে ফুলদানী । ফুলদানীতে একগুচ্ছ তাজা ফুল । সাধারণত তিন থেকে সাতদিন ধরে এই নিয়ম পালন করে কসোভোর আলবেনিয়ান সমাজ । এর অর্থ হলো এই বাড়িতে একটি আসন শূন্য হয়েছে ।

আইভরিকোস্টের বিষয়টা ভিন্ন । এখানে ফুল দেওয়া-টেওয়ার কোন বিষয় নেই । দরিদ্র জনগোষ্ঠী মৃতদেহ উঠানে রেখে মৃতের রেখে যাওয়া টাকায় সারারাত মদ্যপান, নাচ-গান আর হৈ-হুল্লোড় করে । বাড়ির মেয়েরা রাত জেগে বড় বড় পাত্রে খাবার রান্না করে । সকালে খাবার-দাবার খেয়ে মৃতদেহ কবর দিয়ে আসে সম্প্রদায়ের লোকেরা । আর যারা ধনী তারা শেষকৃত্যানুষ্ঠান প্রথম পর্ব পালন করে মৃতদেহ মর্গে রেখে দেয় । যে যত বেশী ধনী তার মৃতদেহ তত বেশী দিন মর্গের ডিপ ফ্রিজে জমা থাকে । মৃতের ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা-ইওরোপ থেকে লেখা-পড়া করে ডিগ্রী-ফিগ্রি নিয়ে এক দেড় বছর পরে ফিরে আসেন । ফিরে এসে বাবার জন্য ডিগ্রীধারী কান্না-কাটি করেন । তখন ডিপ ফ্রিজ থেকে লাশ বের করা হয় । ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করা ঠান্ডা লাশের দিকে তাকিয়ে বিদেশি ডিগ্রিধারী স্যুট-টাই পরা ছেলে-মেয়েরা চোখের উষ্ণ জল ফেলেন । বনির বাবা মনে হয় খুব ধনী লোক ছিলেন । আমাদের হেড-ক্যাশিয়ার রাফায়েল জানালেন, টিভিতে দেখেছি বনির বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল আলফন্স ইয়গের মৃতদেহ দেখতে আইভরিকোষ্টের প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো গিয়েছিলেন ওদের বাসায় ।

কিন্তু ধনী লোকের মৃত্যুতে চাঁদা তোলা হচ্ছে কেন ? যে কোন উসিলায় চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে আমাদের বুরুন্ডির সহকর্মী অরোর-এর কোন জুরি নেই । শুকনো খটখটে শরীর । হাঁটতে গেলে মনে হয় ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ছে । কিন্তু চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে ওর কোন ক্লান্তি নেই, সব সময় তিন পা এগিয়ে থাকে । শুনেছি ইয়গ সাহেবের টাকার অভাব ছিল না, চাঁদা দিতে হবে কেন ? আমার এ কথায়

মেয়েটি ঠোঁটে আঙুলচাপা দিল । তোমার কি মান-সম্মানের ভয় নেই ? এটাকে চাঁদা বলছো কেন ? এটা হলো সহানুভূতি প্রদর্শন । যার যতো বেশি সহানুভূতি সে তত বেশি টাকা দেয় । বনির বাবাকে আমি কোনদিন দেখিনি । ভদ্রলোক সত্তুর বছর বয়সে মারা গেছেন । আইভরিকোস্টের গড় আয়ু ৪৫ । তিনি অন্যের আয়ু ধার করে ২৫ বছর বেশি বেঁচেছিলেন । আমি কম সহানুভূতির টাকা দিলাম । অরোর তার কালো মুখ আরো কালো করে ফেললো । কালো মেয়েরা যখন মুখ কালো করে তখন তাদের চোখের রঙ হলুদ হয়ে যায় । তাদেরকে দেখতে জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর মতো লাগে । অরোর জন্ডিস চোখ নিয়ে বেরিয়ে গেল । আমি যখন কসোভোতে কাজ করি, তখন এক লাইবেরিয়ান মেয়ের বাবা মারা যায় । মেয়েটির নাম ছিল ক্যাথেরিন । সে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা । শুনেছি তার মা-ও ইউনিসেফে বড় চাকরী করেন, নিউইয়র্কে পোস্টিং । তার কি টিকিট কাটার টাকা নেই ? ক্যাথেরিনের বাবা মারা যাওয়া উপলক্ষেও আমাদের প্রত্যেককে ৫০ ডলারের সহানুভূতি জানাতে হয়েছিল ।

সহকর্মীর বাবার মৃত্যুতে না হয় সহানুভূতির নাম করে কিছু ডলার গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলাম । কিন্তু সহপাঠীর চাচার মৃত্যুতেও ? হাউমাউ করে টেংকু কেঁদে উঠলো । ডেনমার্কের বন্দর শহর অরহুসের স্কুল অব আর্কিটেকচার-এ পড়তে গেছে মুক্তি, আমার স্ত্রী । কোর্স শেষ হবার মাসখানেক আগে আমিও যাই । উত্তর মেরুর শীতল হাওয়ায় গা জুড়িয়ে নেবার শখ বহুদিনের । টেংকু ওর সহপাঠী । বাড়ি নাইজেরিয়া । ই-মেইলের প্রিন্ট আউট নিয়ে ক্লাসরুমে হাজির । সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল দু'জন । সহানুভূতির জন্য প্রসারিত হাত । মুক্তিকেও দিতে হলো পঞ্চাশ ডলার । তেলেগুর মেয়ে বিদ্যা গজরাচ্ছিল । চাচা মারা গেছে না ছাই, ভিক্ষা করার নতুন তরিকা ।

বনির বাবা মারা গেছেন তিন মাস পেরিয়ে গেছে । আজ সকালে আবার একটি ই-মেইল পেলাম । জনাব ইয়গ-এর মৃতদেহ মর্গের ডিপ ফ্রিজ থেকে আজ ছাড়া পাবে । যারা যারা আগ্রহী তাদের নাম দিতে বলা হয়েছে । অফিস থেকে বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে শেষকৃত্যনুষ্ঠান দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহনের জন্য । ই-মেইলটা পাওয়ার পর পরই অরোর এসে হাজির । আমি অন্যদিকে তাকিয়ে আছি । আবারো সহানুভূতি জানাতে হবে নাকি ?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮